ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

কামালঘাট, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২১০

সেহা নং-আইইউ-ত্রিপুরা/১ (৮)/২০১৬-১৭/ডি-৪৪৫ তারিখঃ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ নেবে ঃ রাজ্যপাল

কামালঘাট, ২১ সেপ্টেম্বর :

রাজ্যের অগ্রগণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার বিভিন্ন পাঠ্যক্রম অত্যন্ত গুণমানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগি। অধিকাংশ কোর্সই শিল্প মহলের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। পড়ুয়ারা মনযোগ দিয়ে প্রতিনিয়ত অধ্যয়ণ করলে কোর্সশেষে সহজেই ভাল চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বুধবার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে এমন্তব্য করলেন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক জানান, বিগত ১১ বছরে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। বহিরাজ্যে যাওয়ার পরিবর্তে রাজ্যের ভালসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণমানসম্পন্ন বিভিন্ন কোর্সে ভর্ত্তি হচ্ছে। এটা একটা ভাল দিক। পড়ুয়ারা আরো মনযোগ দিয়ে অধ্যয়ণ করলে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা অচিরেই সমগ্র পূর্বোত্তর ভারতে অন্যতম উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ নেবে।

রাজ্যপাল বলেন, ইকফাই-র প্রাণপুরুষ এন জে যশস্বী দীর্ঘদিন আগেই উৎকৃষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন রূপায়ণের জন্যই তিনি সারা ভারতে ১১টি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পূর্বোত্তর ভারতের সহজাত প্রতিভা সম্পর্কে তিনি অনেকটাই আবহিত ছিলেন। সেকারণেই তিনি এই অঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্যপাল জানান, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য্য ডঃ জে মহিন্দার রেড্ডি অথ্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। উনার পরামর্শ ও প্রতিনিয়ত সান্নিধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সুউচ্চ শিখরে পৌছুবে বলে রাজ্যপাল আশাপ্রকাশ করেন।

অত্যন্ত ছিমছাম অথচ প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার সমাবর্তন অনুষ্ঠান। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী ও উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের যথাক্রমে স্বর্ণপদক এবং শংসাপত্র দিয়ে সন্মান জানানো হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার পরিদর্শক তথা রাজ্যপাল তথাগত রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আচার্য্য অধ্যাপক ডঃ জে মহিন্দার রেড্ডি, উপাচার্য্য অধ্যাপক অজয় পাঠক, সহ-উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার এবং নিবন্ধক ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ। কারিগরি শিক্ষার কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে শ্রেয়া রায়। এই ছাত্রীটি কারিগরি শিক্ষার সবক'টি বিভাগ মিলিয়ে সর্বোচ্চ স্থান পায়। এজন্যে তাকে দুটো স্বর্ণপদক দিয়ে সন্মানিত করেন রাজ্যপাল।

মেকানিক্যাল এবং সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রথম স্থান পায় যথাক্রমে মৃণাল কুমার অধিকারী এবং মৌমিতা দেব। এমবিএ বিভাগে প্রথম স্থান যায় মহেশ্বতা পালের দখলে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, বিবিএ ও এলএলএম বিভাগে প্রথম স্থান যায় যথাক্রমে দেবযানী শীল, রেমিকা দেববর্মা এবং স্মিতি পুরকায়স্থের দখলে। রাজ্যপাল তথাগত রায় এদের সবার গলায় স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন।

আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একজন পিএইচ ডি স্কলার সহ মোট ৭৯ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, উপাচার্য্য এবং সহ-উপাচার্য শংসাপত্রগুলি ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানশেষে শংসাপত্র প্রাপক ছাত্রছাত্রীরা তাদের টুপি শুন্যে ছুড়ে প্রথামাফিক আনন্দ প্রকাশ করে। পাশে উপস্থিত অভিভাবকদের তখন আবেগপ্রবণ লাগছিল।

বুধবার সকাল পৌনে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌছান রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রথামাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, উপাচার্য্য, সহ-উপাচার্য এবং বোর্ড সদস্যদের সাথে মিছিলে হেঁটে সমাবর্তন অনুষ্ঠানস্থলে যান রাজ্যপাল। পুলিশ ব্যান্ডের তালে তাল মিলিয়ে এগোয় সমাবর্তন মিছিল। মঞ্চে গিয়ে পৌছুলে রাজ্যপাল তথাগত রায়কে উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুস্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক বিপ্লব হালদার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজকর্ম সম্বলিত এক প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে মোট ৬৩২ জন পড়ুয়া বিভিন্ন কোর্সে ভর্ত্তি হয়েছে। আগামী দুই-তিন বছরে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা পূর্বোত্তরের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

****